পলিব্যাগ বন্ধে দরকার সচেতনতা ও বিকল্প

মোঃ মাসুদ মিয়া

আজ মুশলধারে দুই-তিন ঘন্টা বৃষ্টি হলেই শহরে কোথাও হাঁটু অবধি, কোথাও বা তারও বেশি পানি জমে যায়। পানি নিষ্কাশনের ড্রেনগুলো পানি দ্রুত সময়ে নিষ্কাশন করতে পারে না বলেই বৃষ্টি হলে শহরে নৌকা চলতে দেখা যায়। এর মূল কারণ কি? কেন ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে? এর মূলে রয়েছে নালা-নর্দমায় ফেলা বিভিন্ন অপচনশীল বস্তু যেমন প্লাস্টিক, পলিথিন, পলিপ্রোপিলিন ইত্যাদি। এসব অপচনশীল বস্তুগুলো প্রকৃতিতে ২০০ বছর থেকে ৪০০ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

বাসা থেকে ব্যাগ না নিয়ে আপনি হয়তো বাজারে গিয়ে মাছ, মাংস, সবজি, ডাল, মসলা কিনতে গেলেন এবং দোকানদার প্রত্যেকটি আইটেম একেকটা পলিথিন মোড়ানো ব্যাগে প্যাক করে দিল। বাজারে সাশ্রয়ী ও সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় পলিথিন খুবই সহজলভ্য। বাসায় বাজারের আইটেমগুলো নামিয়ে পলিথিন এর ঠিকানা হয়তো ডাস্টবিনে, এরপর ময়লাওয়ালা সেটা নিয়ে কোনো নদীর ধারে বা ভাগাড়ে ফেলে দিচ্ছে। এরপর? এরপর পলিথিন ব্যাগগুলো বছরের পর বছর সেখানে একই অবস্থায় থাকতে দেখা যায়, মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও অন্যান্য উপায়ে নদী-নালায় পতিত হচ্ছে এবং তলদেশ আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ওয়ান টাইম ব্যবহারযোগ্য এ পলিথিনগুলোই আজকের পরিবেশ বিপর্যয়ে বহুলাংশে দায়ী। প্লাস্টিকের পলিথিনের অপ্রতিরোধ্য ব্যবহার পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি মাটির উর্বরতা কমিয়ে দিচ্ছে, নদীনালা ও জলাশয় দূষিত করছে এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থ ডে নেটওয়ার্ক এক প্রতিবেদনে বলছে বিশ্বে প্লাস্টিক দূষণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ১০ নম্বরে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, আজ ১ অক্টোবর থেকে সুপারশপে এবং ১ নভেম্বর থেকে কাঁচা বাজারে কোনো পলিথিন শপিং ব্যাগ ও পলিপ্রোপিলিন ব্যাগ রাখা যাবে না এবং ক্রেতাদেরকে দেয়া যাবে না। বিকল্প হিসেবে সব সুপারশপে বা এর সম্মুখে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ক্রেতাদের ক্রয়ের জন্য রাখা হবে। এখানে তরুণ ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হবে। উপদেষ্টা বলেন, যুদ্ধ আমার যত না ক্ষতি করেছে, এই পলিথিন ব্যবহার তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করবে। কারণ যুদ্ধের প্রভাব ৩০-৪০ বছরে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু পলিথিন ১০০ বছরেও মাটিতে মিশবে না। এক গবেষণামতে, মানুষের রক্ত থেকে শুরু করে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পলিথিনের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। সকলকে বুঝতে হবে যে পলিথিন ব্যবহারটা ক্ষতিকর, এটা রিসাইকেল করাই সমাধান নয়।

২০০২ সালে দেশে পলিথিনের শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে বলা হয়, 'পলিথিনের শপিং ব্যাগ বা অন্য যে কোনো সামগ্রী, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, সেসব উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুত, পরিবহন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এরপর দুই যুগ পেরিয়ে গেলেও যত্রতত্র পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ হয়নি। বিভিন্ন সময়ে অভিযান চললেও উৎপাদন ও সরবরাহ কমেনি। পরিবেশ বিনষ্টকারী পলিথিনের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম এবং ব্যবহার বন্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ বিধিনিষেধ আরোপ করা আছে। আইন অনুযায়ী বিভিন্ন পুরুত্বের পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন কার্যক্রম ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদফতরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রকৌশলী আবদুস সোবহান বলেন, 'পরিবেশ, জনজীবন ও প্রকৃতির ওপর পলিথিন ব্যাগের ক্ষতির প্রভাব বিচার-বিশ্লেষণ করেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যখন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তখন সর্বস্তরের মানুষ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এটির বিকল্পও তখন বাজারে আসতে শুরু করেছিল। যেমন, কাগজের ঠোঙা, কাপড়ের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ ও কাগজের ব্যাগসহ আরও অনেক কিছু। তখন দেখা গেল, যেখানে পলিথিন বিক্রি হতো, সেখানে বিকল্পগুলো বিক্রি হতে শুরু করে। ২০০২, ২০০৩ ও ২০০৪ সালের ঘটনা এটা। এভাবে চলতে থাকলে আমরা বাজারে ব্যাগ নিয়ে যেতে শুরু করলাম। অফিসে যারা যেতাম, তারা সঙ্গে বাজারের ব্যাগও রাখতাম, যাতে ফেরার সময় বাজার করতে সেটা ব্যবহার করতে। প্রকৌশলী আরও বলেন, '২০০২ সালের দিকে সবাইকে সচেতন করার পর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। নাগরিকদেরও জরিমানা করা হয়েছে। এতে সবাই পলিথিন বর্জনের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এখন আমরা সেই আগের পর্যায়েই চলে যাইনি, আরও বেশি করে পলিথিন ব্যবহার করছি।'

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, আগামী প্রজন্মকে রক্ষার জন্য পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ১ অক্টোবর থেকে শপিং মলগুলোতে এবং ১ নভেম্বর থেকে কাচা বাজারে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হবে। নিজ দায়িত্বে সবাইকে পলিথিন পরিহার করতে হবে। ১ নভেম্বর থেকে পলিথিন উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হবে। সরকার মনিটরিং, এনফোর্সমেন্ট, আহ্বান, সতর্ক করতে পারে, ভোক্তা পর্যায়েও একই রকম সচেতনতা থাকা দরকার।

আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মেলায় ২৪টি স্টলে পাট, কাগজ ও কাপড়ের মত পচনশীল দ্রব্যের ছোট বড় নানা ধরনের ব্যাগের পাশাপাশি ছিল পাট ও কাপড়ের আরও নানা ধরনের গৃহস্থালি, নিত্য ব্যবহার্য ও ফ্যাশন পণ্য। এমন একটি মেটেরিয়াল ডেভলপারের উদ্যোক্তা শানবৃক্ষ। তারা সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ দিয়ে একটি ফেব্রিক তৈরি করেছে, যার নাম পলকা। এই উপাদান দিয়ে কাপড়ের মত দেখতে ব্যাগ তৈরি করা যাবে। পাশাপাশি পাটের কাপড় ও ব্রাউন কাগজের উপর আবরণ দেওয়া যাবে যাতে তা পলিথিনের মত পানিরোধক হয়। পলিথিনের মত দেখতে হলেও এই ব্যাগটি পাট দিয়ে তৈরি। এটি সহজেই মাটিতে মিশে যাবে। তবে দাম পড়বে তুলনামূলক বেশি।

শপিংব্যাগের ব্যবহার বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই ব্যাগের বিকল্প তৈরি করা প্রয়োজন। এর বিকল্প হতে পারে পাটের ব্যাগ। পাট থেকে এক ধরণের ব্যাগ ইতোমধ্যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী মোবারক আহম্মদ খান তৈরি করেছেন। সেটা দেখতে অনেকটা পলিব্যাগের মতোই। এটার উৎপাদন দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন। মার্কেট কখনো খালি থাকবে না, যে মুহূর্তে চাহিদা আসবে সে মুহূর্তে সরবরাহ আসবে। এক্ষেত্রে পুনঃব্যবহারযোগ্য ব্যাগ, পাটের ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ, বাঁশ ও বেতের তৈরি পণ্য উত্তম বিকল্প হতে পারে। ক্রেতাদের মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে। ক্রেতারা যেন বাজারে বা অফিসে বা বাইরে বের হলেই সাথে একটি ব্যাগ রাখেন। অর্থাৎ সচেতন হতে হবে নিজেকেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে আরও সুফল মিলবে। তারাই বড়দের বাধ্য করবে শপিংব্যাগের বিকল্প ব্যবহারে। নিজেরা সচেতন হই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেই।

লেখক: তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস (পিআইডি), ময়মনসিংহ